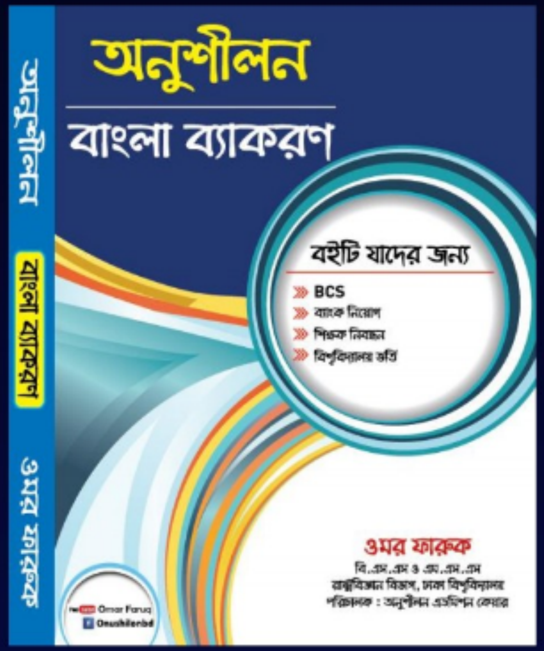

Bangla 2nd Paper

বাক্যের অপপ্রয়োগ-ক্রিয়ার কাল ও অনুসর্গ

I am eat the rice.

আমি আদালতে সাক্ষী দিতে গেলাম।

(সাক্ষ্য)

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

বাক্যের অপপ্রয়োগ

সার্থক বাক্যের গুণ

- আকাঙ্ক্ষা
- যোগ্যতা
  - রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা
  - দুর্বোধ্যতা
  - বাহুল্য দোষ
  - বাগধারার শব্দ পরিবর্তন
  - উপমার ভুল প্রয়োগ
  - গুরুচণ্ডালী
- আসত্তি

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

একটি সার্থক বাক্যের তিনটি গুন

বাক্য : বাক্য হলো ভাষার বাহন। মুক্তভাবে শব্দগুলো যে ভাব ফুটিয়ে তুলতে পারে না, যুক্তভাবে সে শব্দগুলোই বাক্যে সেজে, মানুষের অনুভূতি জগতের কথারাশি ভাষায় প্রকাশ করে। অর্থাৎ ‘যে সুবিন্যস্ত পদসমষ্টি দ্বারা কোন বিষয়ে বক্তার মনোভাব পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, তবে তাকে বাক্য বলে।' যেমন— তারা কলেজে লেখাপড়া করছে। একটি সার্থক বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের উপস্থিতি আবশ্যক। যথা- আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা । নিচে এদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল-

১. আকাঙ্ক্ষা (শব্দ শ্রবণের ইচ্ছাপূরণ) : বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার ইচ্ছাকেই আকাঙ্ক্ষা বলে। যেমন— সাকিব গতকাল ভারতের সাথে.........। বাক্যটি যদি এখানে শেষ করে দেওয়া হয়, তাহলে বাক্যেটির অর্থ শ্রোতার নিকট সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় না, বরং আরও কিছু শোনার ইচ্ছা থাকে। একেই বলা হয় আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বাক্যটি যদি এভাবে লেখা হয়- সাকিব গতকাল ভারতের সাথে সেঞ্চুরি করেছে। তাহলে বাক্যটির অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে এবং শ্রোতার শোনার আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ হবে।

অপেক্ষা

(i) সাপেক্ষ যোজক অব্যয় : যদি তুমি আস,

(ii) অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বারা : আমি মাঠে খেলতে

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

২. আসত্তি (শব্দের সর্বোচ্চ প্রয়োগ কৌশল) : বাক্যের অর্থ সঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসকেই আসত্তি বলে। বাক্যে আসত্তি রক্ষা না হলে তা যথার্থ বাক্য হয় না। যেসব শব্দ মিলিত হয়ে বাক্য গঠিত করে তাদের এলোমেলোভাবে সাজালে বাক্য হবে না। পদের ক্রমানুসারে শব্দগুলোকে সাজিয়ে বাক্যের বক্তব্য স্পষ্ট করে তুলতে হবে। যেমন- বিরাট গরু-ছাগলের হাট, উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। বাক্যগুলো শুদ্ধ নয়। কারণ, বাক্যের সুশৃঙ্খল পদবিন্যাস হয় নি। সুশৃঙ্খলভাবে সাজালে বাক্যটি হবে- গরু- ছাগলের বিরাট হাট, বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

বাক্যঃ গঠন প্রণালি

Eng

Sub + verb + obj

I eat rice

বাংলা

Sub + obj + verb

আমি ভাত খাই

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

সত্য-মিথ্যা নির্ণয়-

৩. যোগ্যতা (শব্দের ভাবগত ও অর্থগত মিলবন্ধন) : বাক্যস্থিত পদসমূহের অন্তর্গত অর্থগত ও ভাবগত মিলবন্ধনের নামই যোগ্যতা। যেমন- 'গরু আকাশে উড়ে' এই বাক্যটি শুদ্ধ নয়। কারণ, গরু আকাশে উড়তে পারে না। যদি বলা হয়, পাখি আকাশে উড়ে- তাহলে এটি যোগ্যতাসম্পন্ন বাক্য হবে। কারণ, বাক্যটিতে পদসমূহের অর্থগত ও ভাবগত মিল আছে।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

বাক্যের যোগ্যতার সাথে ছয়টি বিষয় জড়িত। যথা-

ক. রীতিসিদ্ধ অর্থবাচকতা : এমন অনেক শব্দ আছে যার প্রত্যয়ঘটিত অর্থ ও বাস্তব অর্থ এক না। যেমন-

শব্দ	ব্যবহারিক অর্থ	প্রকৃতি প্রত্যয়	প্রত্যয়জাত অর্থ
বাধিত তৈল	অনুগৃহীত তিল জাতীয়	বাধ+ইত তিল+য	বাধাপ্রাপ্ত তিলজাত স্নেহ পদার্থ

খ. দুর্বোধ্যতা : অপ্রচলিত বা দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্যের যোগ্যতা বিনষ্ট হয়। যেমন- তুমি আমার সাথে প্রপঞ্চ করছ। এখানে ‘প্রপঞ্চ’ শব্দটি বাংলায় তুলনামূলক অপ্রচলিত ও দুর্বোধ্য (অর্থ- চাতুরী/মায়া)। বাক্যটি এভাবে বলা যেতে পারে, তুমি আমার সাথে প্রতারণা করছ। এমন আরেকটি উদাহরণ- ‘মীন ক্ষোভাকুল কুবলয়’ এখানে ‘মীন’ অর্থ মাছ, ‘ক্ষোভাকুল’ অর্থ নড়িতেছে আর ‘কুবলয়’ অর্থ পদ্ম। সম্পূর্ণ অর্থ- মাছের তাড়নে পদ্ম কাঁপিতেছে।

গ. বাহুল্য দোষ : প্রয়োজনের অতিরিক্ত শব্দের ব্যবহারকে বাহুল্য দোষ বলে। যেমন- অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল । এখানে ‘অশ্রু’’ অর্থ চোখের জল, আবার পুনরায় ‘জল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তাই শুদ্ধবাক্য হবে- চোখের জলে/ অশ্রুতে বুক ভেসে গেল ।

ঘ. বাগধারার শব্দ পরিবর্তন : বাগধারার শব্দ পরিবর্তন করলে বাক্যে তার আবেদন হারায়। যেমন- ‘আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ' এটিকে পরিবর্তন করে যদি বলা হয় ‘আঙ্গুল ফুলে বটগাছ’- তবে বাগধারাটির আবেদন হারিয়ে যাবে।

ঙ. উপমার ভুল প্রয়োগ : ঠিকভাবে উপমা-অলংকার ব্যবহার না করলে বাক্যে যোগ্যতার হানি ঘটে। যেমন- আমার হৃদয় মন্দিরে আশার বীজ উপ্ত হলো। এ বাক্যে উপমার ভুল প্রয়োগ হয়েছে। কারণ বীজ ক্ষেতে বোনা হয়, মন্দিরে না। বাক্যটি শুদ্ধ হবে- আমার হৃদয় বাগানে আশার বীজ উপ্ত হলো।

চ. গুরুচণ্ডালী দোষ : সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণে গুরুচণ্ডালী দোষ সৃষ্টি হয়। যেমন- শবদাহ, মড়াপোড়া, ঘোটকের গাড়ি ইত্যাদি শব্দের স্থলে যথাক্রমে শবপোড়া, মড়াদাহ শব্দগুলো হবে।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

১. বিশেষণের সাথে য-ফলা বা তা প্রত্যয়যোগে বিশেষ্য করা যায়।
তবে বিশেষ্যের সাথে কোনো প্রত্যয় যুক্ত করে আবার বিশেষ্য করা যাবে না। যেমন-

বিশেষণ	বিশেষ্য (য-ফলা)	বিশেষ্য (তা)	ভুল
কৃপণ	কার্পণ্য	কৃপণতা	কার্পণ্যতা
দরিদ্র	দারিদ্র্য	দরিদ্রতা	দারিদ্র্যতা
সম	সাম্য	সমতা	সাম্যতা
এক	ঐক্য	একতা	ঐক্যতা
দীন	দৈন্য	দীনতা	দৈন্যতা
ভারসম	ভারসাম্য	ভারসমতা	ভারসাম্যতা

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

১. বাক্যে বিশেষ্যের সাথে সাধারণত করা/ হওয়া/ পাওয়া যুক্ত হয়। কিন্তু বিশেষণের সাথে হওয়া যুক্ত হয়। যেমন-

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
উদয়	উদিত	অপমান	অপমানিত
উৎকর্ষ	উৎকৃষ্ট	সম্মান	সম্মানিত
সৃজন	সৃজিত	গ্রহণ	গৃহীত
অনুবাদ	অনূদিত	প্রমাণ	প্রমাণিত
নিষেধ	নিষিদ্ধ	আকর্ষণ	আকৃষ্ট

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

Noun+ করা/ পাওয়া/ দেওয়া	Adjective+ হওয়া
সে আমাকে অপমান করেছে	আমি অপমানিত হয়েছি
রহিম বইটি অনুবাদ করেছে	বইটি অনূদিত হয়েছে
মামা বিয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন	শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হল
এটি প্রমাণ করা সম্ভব নয়	সূত্রটি প্রমাণিত হয়েছে
লোভ পাপ কাজে আকর্ষণ করে	আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম
তোমার আচরণে আমি দুঃখ পেলাম	আমি সন্তুষ্ট হলাম

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

Basic Concept

এছাড়াও যে ভুলগুলো হতে পারে-

১. বানান ভুল। যেমন- আমার আর বাঁচার স্বাদ নেই।

২. শব্দের প্রয়োগজনিত ভুল। যেমন- আমি আদালতে সাক্ষী দিতে গেলাম।

৩. ক্রিয়া ব্যবহারে ভুল। যেমন- সে জামাটি পড়ে আনন্দিত হল।

অনুশীলন স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাক্য শুদ্ধীকরণ

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
আমি এ ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছি	আমি এ ঘটনা চাক্ষুষ দেখেছি/ প্রত্যক্ষ করেছি
তিনি স্বস্ত্রীক ঢাকায় থাকেন	তিনি সস্ত্রীক ঢাকায় থাকেন
শুধুমাত্র তুমি গেলেই হবে	শুধু/ কেবল তুমি গেলেই হবে
বৃক্ষটি সমূলসহ উৎপাটিত হয়েছে	বৃক্ষটি সমূলে/ মূলসহ উৎপাটিত হয়েছে
সকল ছাত্রগণ উপস্থিত ছিল	সকল ছাত্র/ ছাত্ররা উপস্থিত ছিল
তার চোখে দৃষ্টিশক্তি কম	তার দৃষ্টিশক্তি কম
তার বৈমাত্রেয় সহোদর ডাক্তার	তার বৈমাত্রেয়/ সহোদর ডাক্তার
তা প্রমাণ হয়েছে	তা প্রমাণিত হয়েছে
সে অপমান হয়েছে	সে অপমানিত হয়েছে
সূর্য উদয় হয়েছে	সূর্য উদিত হয়েছে
আমি সন্তোষ হলাম	আমি সন্তুষ্ট হলাম

সমাস

স্বাধীন

(নিজের বশ)

স্ব = নিজের

কিন্তু কিছুর নিজের দাবি
ছাড়তে হয় না

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
একের লাঠি দশের বোঝা	দশের লাঠি একের বোঝা
তিনি আরোগ্য হয়েছেন	তিনি আরোগ্য লাভ করেছেন
কেউ মরে বিল সেঁচে, কেউ খায় শিং	কেউ মরে বিল সেঁচে, কেউ খায় কৈ
অধ্যাপনাই ছাত্রদের তপস্যা	অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা
আমার আর বাঁচিবার স্বাদ নেই	আমার আর বাঁচিবার সাধ নেই
তোমার তথ্য গ্রাহ্যযোগ্য নয়	তোমার তথ্য গ্রহণযোগ্য নয়
দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়	দৈন্য/ দীনতা প্রশংসনীয় নয়
একটি গোপন কথা বলি	একটি গোপনীয় কথা বলি
তাহার সৌজন্যতাবোধ আমাকে অভিভুত করেছে	তার সৌজন্যবোধ আমাকে অভিভূত করেছে
আজকের সন্ধ্যা বড়ই মনমুগ্ধকর	আজকের সন্ধ্যা বড়ই মনোমুগ্ধকর
মনরঞ্জন মনমোহনের বড় ভাই	মনোরঞ্জন মনোমোহনের বড় ভাই

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

Positive 231 Neg 232

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশগুলো আসে নি	সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশ আসেনি
আমি, তুমি ও তিনি বাগানে যাব	~~তুমি, সে ও আমি বাগানে যাব~~
মহারাজা সভায় প্রবেশ করলেন	মহারাজ সভায় প্রবেশ করলেন
আপনাকে সুস্বাগতম	আপনাকে স্বাগত
সবাই মা-বাবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে	সবাই মা-বাবার সুস্থতা কামনা করে
সৎ চরিত্রবান লোক পাওয়া মুশকিল	চরিত্রবান লোক পাওয়া মুশকিল
আমি অর্থাৎ ফাহিম জেনে ভুল করি না	আমি অর্থাৎ ফাহিম ভুল করে না
তার কথায় মাধুর্যতা নেই	তার কথায় মধুরতা/ মাধুর্য নেই
সব পাখিরা নীড় বাঁধে না	সব পাখি নীড় বাঁধে না
আমি এ মামলায় সাক্ষী দেব না	আমি এ মামলায় সাক্ষ্য দিব না
এখানে প্রবেশ নিষেধ	এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
কথাটি সঠিক নয়	কথাটি ঠিক নয়
কালীদাস বিখ্যাত কবি	কালিদাস বিখ্যাত কবি
অতিশয় দুঃখিত হলাম	অত্যন্ত দুঃখ পেলাম
অভাগা মেয়েটিকে নিয়ে বিপদে পড়েছি	অভাগী মেয়েটিকে নিয়ে বিপদে পড়েছি
অত্র মিলনায়তনে সবাই উপস্থিত	এই মিলনায়তনে সবাই উপস্থিত
আমি অহর্নিশি সেই কথাই ভাবি	আমি অহর্নিশ সেই কথাই ভাবি
আমার সন্তান যেন থাকে দুধভাতে	আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে
আমার টাকার আবশ্যক নেই	আমার টাকার আবশ্যকতা নেই
এলে তুমি পরে এতদিন	এতদিন পর তুমি এলে
কথাটি শুনে আমি আশ্চর্য হলাম	কথাটি শুনে আমি আশ্চর্যান্বিত হলাম
আসছে আগামীকাল কলেজ বন্ধ	আগামীকাল কলেজ বন্ধ

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
অশ্রুজলে বুক ভেসে গেল	অশ্রুতে/ চোখের জলে বুক ভেসে গেল
তাকে এখান থেকে যাইতে হইবে	তাকে এখান থেকে যেতে হবে
ইহা একটি কিম্বদন্তী	ইহা একটি কিংবদন্তি
বাড়ির মালিক যে পিঠ প্রদর্শন করেছিল তা নয়	বাড়ির মালিক যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল তা নয়
অন্নাভাবে প্রতি ঘরে ঘরে হাহাকার	প্রতি ঘরে/ ঘরে ঘরে হাহাকার
আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত	আপনি সপরিবার নিমন্ত্রিত
দশচক্রে ঈশ্বর ভূত	দশচক্রে ভগবান ভূত
রবীন্দ্রনাথ ভয়ংকর কবি ছিলেন	রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত কবি ছিলেন
গাছে কাঁঠাল মাথায় তেল	গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল
মহারাজা প্রবেশ করিলেন	মহারাজ প্রবেশ করলেন
উৎপন্ন বৃদ্ধির জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে	উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
বিদ্যান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর	বিদ্বান মূর্খ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
বাংলাদেশ একটি উন্নতশীল দেশ	বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ
মেয়েটি বিদ্বান কিন্তু ঝগড়াটে	মেয়েটি বিদুষী কিন্তু ঝগড়াটে
এক অগ্রহায়ণে শীত যায় না	এক মাঘে শীত যায় না
সে সংকট অবস্থায় পড়েছে	সে সংকটাপন্ন অবস্থায় পড়েছে
এটা লজ্জাস্কর ব্যাপার	এটা লজ্জাজনক ব্যাপার
রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলী লিখেছেন	রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি লিখেছেন
কন্যার বাপ সবুর করতে পারতেন কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না	কন্যার বাপ সবুর করতে পারতেন কিন্তু বরের বাপ সবুর করতে চাইলেন না
বমালশুদ্ধ চোর ধরা পড়েছে	বমাল/ মালশুদ্ধ চোর ধরা পড়েছে
বুনো কচু, বাঘা তেঁতুল	বুনো ওল,বাঘা তেঁতুল

অনুশীলন স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
পরপকার মনুষ্যত্বের পরিচায়ক	পরোপকার মনুষ্যত্বের পরিচায়ক
খাঁটি গরুর খাঁটি দুধ	গরুর খাঁটি দুধ
অতি লোভে তাঁতী নষ্ট	অতি লোভে তাঁতি নষ্ট
লাল বাতি জ্বলাকালীন সময় নামায পড়বেন না	লাল বাতি জ্বলার সময়/ জ্বলাকালীন নামায পড়বেন না
ঘামজলে শার্ট ভিজে গেছে	ঘামে শার্ট ভিজে গেছে
এ বিষয়ে অজ্ঞানতাই তার পতনের কারণ	এ বিষয়ে অজ্ঞতাই তার পতনের কারণ
এটা হচ্ছে ষষ্ঠদশ বার্ষিক সাধারণ সভা	এটা হচ্ছে ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা
স্বজনরা মরাদাহ করতে শ্মশানে গেছে	স্বজনরা শবদাহ করতে শ্মশানে গেছে
যারে দেখতে নারী তার হাঁটা বাঁকা	যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা
কুপুরুষের মতো কথা বলছ কেন?	কাপুরুষের মতো কথা বলছ কেন?
কীর্তিবাস বাংলা রামায়ন লিখেছেন	কৃত্তিবাস বাংলা রামায়ণ লিখেছেন

অনুশীলন স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
তারা একত্রে গমন করল	তারা একত্র গমন করল
শকুনের দোয়ায় হাতি মরে না	শকুনের দোয়ায় গরু মরে না
চোখে হলুদ ফুল দেখছি	চোখে সরষে ফুল দেখছি
অন্যায়ের ফল আবশ্যক	অন্যায়ের ফল অনিবার্য
সাবধানপূর্বক চলবে	সাবধানে চলবে
কাব্যটির উৎকর্ষতা প্রশংসনীয়	কাব্যটির উৎকর্ষ প্রশংসনীয়
অপরাহ্ন লিখতে অনেকে ভূল করে	অপরাহ্ণ লিখতে অনেক ভুল করে
আবশ্যকীয় ব্যয়ে কার্পণ্যতা অনুচিত	আবশ্যিক ব্যয়ে কৃপণতা অনুচিত
এই নিশীথ রাতে কোথায় যাবে	এই নিশীথে কোথায় যাবে
তিনি শিরোপীড়ায় ভুগছেন	তিনি শিরঃপীড়ায় ভুগছেন

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

অশুদ্ধ বাক্য	শুদ্ধ বাক্য
বিধি লঙ্ঘন হয়েছে	বিধি লঙ্ঘিত হয়েছে
সারাজীবন ভুতের মজুরি খেটে মরলাম	সারা জীবন ভূতের বেগার খেটে মরলাম
সে সভায় উপস্থিত ছিলেন	তিনি সভায় উপস্থিত ছিলেন
মাতাহীন শিশুর কী দুঃখ	মাতৃহীন শিশুর কী দুঃখ!

ক্রিয়ার কাল

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

কাল

ক্রিয়া সংঘটনের সময়কে কাল বলে।

- **অতীত কাল**
  - সাধারণ
  - নিত্যবৃত্ত
  - ঘটমান
  - পুরাঘটিত
- **বর্তমান কাল**
  - সাধারণ/ নিত্যবৃত্ত
  - ঘটমান
  - পুরাঘটিত
- **ভবিষ্যৎ কাল**
  - সাধারণ
  - ঘটমান
  - পুরাঘটিত

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

বিভিন্ন কালে ক্রিয়াপদের প্রয়োগ-

**সাধারণ অতীত (করল, করলে, করলাম)
**ঘটমান অতীত (করছিল, করছিলে, করছিলাম)
**নিত্যবৃত্ত অতীত (করত, করতে, করতাম)
**সাধারণ/ নিত্যবৃত্ত বর্তমান (খাই, খাও, খায়)
**ঘটমান বর্তমান (গাইছে, খাচ্ছে)
**পুরাঘটিত বর্তমান (খেয়েছি, গিয়েছে) — Present Perfect
**সাধারণ ভবিষ্যৎ (যাবে, যাব)
**ঘটমান ভবিষ্যৎ (খেতে থাকবে, যেতে থাকব)
**পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ (করে থাকবে, বলে থাকবে)

বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ : স্থায়ী সত্য, ঐতিহাসিক বর্তমান, অনিশ্চয়তা (কে জানে দেশ আর সুদিন আসবে কিনা) ও বর্তমান-ভবিষ্যতকালের শর্তযুক্ত বাক্য (যদি)।
নিত্যবৃত্ত অতীত কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ : অতীত কামনা (যদি তুমি আসতে), অসম্ভব কল্পনা (সাতাশ যদি একশ সাতাশ হত), সম্ভাবনা।

অনুশীলন স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

অতীত কাল

১. সাধারণ অতীত (Past Indefinite Tense) : নিকট অতীতে যে কাজ সম্পন্ন হয়েছে তাকেই সাধারণ অতীত বলে। যেমন- প্রদীপ নিভে গেল। শিকারি পাখিকে গুলি করল।

- সাধারণ অতীতের বিশিষ্ট ব্যবহার-

২. পুরাঘটিত বর্তমানের স্থলে : এক্ষণে জানিলাম, কুসুমে কীট আছে।

ইচ্ছা প্রকাশে বর্তমান কালের পরিবর্তে : তোমরা যা খুশি কর, আমি গেলাম।

- নিত্যবৃত্ত অতীত : অতীতে যদি কোনো অভ্যস্ততা অর্থ দেয়, তবে তা নিত্যবৃত্ত অতীত কাল। যেমন- আমরা তখন রোজ সকালে নদীর তীরে ঘুরতে যেতাম।

- নিত্যবৃত্ত অতীত কালের বিশেষ ব্যবহার-

কামনা প্রকাশে : আজ যদি তুমি আসতে, তবে কত ভালো হত।

অসম্ভব কল্পনায় : সাতাশ যদি হত একশ সাতাশ।

সম্ভাবনা প্রকাশে : তুমি যদি যেতে, তবে ভালোই হতো।

অনুশীলন স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

- ঘটমান অতীত কাল (Past Continuous Tense) : অতীত কালে কাজ চলছিল এবং সমাপ্ত হয় নি এমন ভাব বোঝালে ক্রিয়ার ঘটমান অতীত কাল হয়। যেমন- কাল সন্ধ্যায় বৃষ্টি পড়ছিল। আমরা তখন বই পড়ছিলাম।
- পুরাঘটিত অতীত কাল (Past Perfect Tense) : যে ক্রিয়া অতীতে অনেক আগেই সংঘটিত হয়ে গিয়েছে এবং যার পরে আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে, সেই কালকে পুরাঘটিত অতীত কাল বলে। যেমন- সেবার তাকে সুস্থই দেখেছিলাম। কাজটি কি তুমি করেছিলে?

ক. অতীতে সংঘটিত ঘটনার নিশ্চিত বর্ণনায় : পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে এক লক্ষ সৈন্য মারা গিয়েছিল।

খ. অতীতে সংঘটিত ক্রিয়ার পরম্পরা বোঝাতে শেষ ক্রিয়াপদে পুরাঘটিত অতীত কালের প্রয়োগ হয়। যেমন- বৃষ্টি শেষ হওয়ার পূর্বেই আমরা বাড়ি পৌঁছেছিলাম।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

বর্তমান কাল

- **বর্তমান কাল :** যে ক্রিয়া বর্তমানে সাধারণভাবে ঘটে তাকে সাধারণ বর্তমান কাল বলে। যেমন- সে ভাত খায়, ফাহিম ক্রিকেট খেলে।

  ১. নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল (Present Indefinite Tense) : স্বাভাবিক বা অভ্যস্ততা বোঝালে সাধারণ বর্তমান কালের ক্রিয়াকে নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল বলে। এছাড়াও ঐতিহাসিক ঘটনা বর্তমান কালে ব্যবহৃত হলে তা নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল বোঝায়। যেমন-

  সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যায়। (স্বাভাবিকতা)

  আমি রোজ সকালে বেড়াতে যাই। (অভ্যস্ততা)

- **নিত্যবৃত্ত বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ-**

  স্থায়ী সত্য : চার আর তিনে সাত হয়।

  ঐতিহাসিক বর্তমান : বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন সিংহাসনে আরোহণ করেন।

  কাব্যের ভনিতায় : কাশীরাম দাসে ভনে শুনে পুণ্যবান।

  অনিশ্চয়তা : কে জানে দেশে আবার সুদিন আসবে কি না।

‘যদি যখন যেন’ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল জ্ঞাপনের জন্য সাধারণ বর্তমান কালের ব্যবহার হয়। যেমন- বৃষ্টি যদি আসে, আমি বাড়ি চলে যাব। সকলেই যেন সভায় হাজির থাকে। বিপদ যখন আসে, তখন এমনি করেই আসে।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

আমি ভাত খাই না
আমি ভাত খাইনি

- সাধারণ বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ-

অনুমতি প্রার্থনায় : এখন তবে আসি।

প্রাচীন লেখকের উদ্ধৃতি : চণ্ডীদাস বলেন, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

বর্ণিত বিষয় প্রত্যক্ষীভূত : আমি দেখেছি, বাচ্চাটি রোজ রাতে কাঁদে।

নাই/ নেই/ নি শব্দযোগে অতীত কালের ক্রিয়ায় : তিনি গতকাল হাটে যান নি।

২. ঘটমান বর্তমান কাল (Present Continuous Tense) : যে কাজ শেষ হয়নি, এখনও চলছে, সে কাজ বোঝানোর জন্য ঘটমান বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন- রহিম বল খেলছে। নীরা গান গাইছে।

- ঘটমান বর্তমান কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ-

বক্তার প্রত্যক্ষ উক্তিতে : বক্তা বললেন, "শত্রুর অত্যাচারে দেশ আজ বিপন্ন, ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত হচ্ছে, দিকে দিকে আগুন জ্বলছে।

ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা : চিন্তা করো না, কালই আসছি।

৩. পুরাঘটিত বর্তমান কাল (Present Perfect Tense) : ক্রিয়া পূর্বে শেষ হলে এবং তার ফল এখনও বর্তমান থাকলে পুরাঘটিত বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়। যেমন- এবার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। এতক্ষণ আমি অঙ্ক করেছি।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

ভবিষ্যৎ কাল

১. সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল : যে ক্রিয়া পরে বা অনাগত কালে সংঘটিত হবে তাকে সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল বলে। যেমন- আমরা মাঠে খেলব। শীঘ্রই বৃষ্টি আসবে।

সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের বিশিষ্ট প্রয়োগ-

আক্ষেপ প্রকাশে : কে জানত, আমার ভাগ্য এমন হবে?

অতীতের ঘটনায় সন্দেহের অবকাশ থাকলে : ভাবলাম, তিনি এখন বাড়ি গিয়ে থাকবেন।

২. ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল : ভবিষ্যতে কোনো কাজ চলমান থাকলে তা ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল হয়। যেমন- তুমি কাজটি করতে থাকবে। সে গাড়িতে যেতে থাকবে। আপনি বইটি লিখতে থাকুন।

৩. পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার রূপ : যে ক্রিয়া সম্ভবত ঘটে গিয়েছে, সাধারণ ভবিষ্যৎ কালবোধক শব্দ ব্যবহার করে তা বোঝাতে পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল হয়। যেমন- সে সম্ভবত গিয়ে থাকবে। বঙ্কিম হয়তো উপন্যাস লিখে থাকবে।

অনুসর্গ

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

অনুসর্গ

- **নামজাত অনুসর্গ**
  - তৎসম — অপেক্ষা, অবধি
  - তদ্ভব — বিনা, তরে, পানে
  - বিদেশি — বদলে, বনাম, দরুন, বরাবর
- **গঠন**
  - বিভক্তিযুক্ত
  - বিভক্তিহীন
- **ক্রিয়াজাত**

মুখস্থ

আলাদা লেখা হয়

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

- **অনুসর্গ :** অনু শব্দের অর্থ পশ্চাতে আর সর্গ অর্থ সৃষ্টি বা ব্যবহার। বাংলা ভাষায় যে অব্যয় পদগুলো কখনো স্বাধীনরূপে, আবার কখনো শব্দ বিভক্তির ন্যায় বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে বাক্যের অর্থ প্রকাশে সাহায্য করে, তাদের অনুসর্গ বা কর্মপ্রবচনীয় বলে। অনুসর্গকে পদান্বয়ী অব্যয় বা পরসর্গও বলা হয়।
- **অনুসর্গের শ্রেণিবিভাগ :** গঠন ও ব্যুৎপত্তি অনুসারে অনুসর্গ দুই প্রকার। যথা-

  ক. নামজাত অনুসর্গ খ. ক্রিয়াজাত অনুসর্গ
- **নাম, শব্দজাত বা বিশেষ্য অনুসর্গ :** ক্রিয়া ছাড়া অন্য শব্দ থেকে যেসব অনুসর্গ এসেছে, সেগুলোকে নামজাত অনুসর্গ বলে। যেমন- নিকট, মধ্যে, অপেক্ষা, বিনা, কাছে, বাবদ ইত্যাদি। নামজাত অনুসর্গ তিন প্রকার। যথা-

  ক. তৎসম অনুসর্গ : যেসব শব্দ সরাসরি সংস্কৃত থেকে বাংলায় এসে অনুসর্গরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাকে তৎসম অনুসর্গ বলে। যেমন-

  অপেক্ষা : সূর্য চন্দ্র অপেক্ষা বড়।

  অবধি : রাত অবধি এখানে অপেক্ষায় থাকব।

  খ. তদ্ভব অনুসর্গ : যেসব শব্দ সংস্কৃত থেকে প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত আকারে বাংলায় অনুসর্গরূপে ব্যবহৃত হয়, তাকে তদ্ভব অনুসর্গ বলে। যেমন-

  বিনা : দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে?

  তরে : সকলের তরে সকলে আমরা।

  পানে : গরু চলে মাঠের পানে।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়
MPBIAN

গ. বিদেশি অনুসর্গ : যেসব বিদেশি শব্দ বাংলায় অনুসর্গরূপে ব্যবহৃত হয়, তাকে বিদেশি অনুসর্গ বলে। যেমন-

বদলে : বাবা ভাতের বদলে রুটি খান।

বনাম : আজ বাংলাদেশ বনাম ভারতের খেলা আছে।

দরুন : বৃষ্টির দরুন আজ খেলা হবে না।

- ক্রিয়াজাত অনুসর্গ : বিভিন্ন কারকের অর্থ বোঝাতে যেসব অসমাপিকা ক্রিয়া অনুসর্গের ন্যায় ব্যবহৃত হয়, তাকে ক্রিয়াজাত অনুসর্গ বলে। যেমন-

  করে : বাড়ির কাজ শেষ করে তারপর খেলতে যাবো।

  বলে : তুমি আছ বলেই ভরসা পাচ্ছি। ঘরে কেউ ছিল না বলে ক্লাসে আসতে পারি নি।

- গঠন অনুসারে অনুসর্গ দু ধরনের হতে পারে। যথা-

  ক. বিভক্তিযুক্ত অনুসর্গ : অধিকাংশ অনুসর্গে ‘এ’ বিভক্তিযুক্ত হয়। যেমন- আগে, ওপরে, পাশে, সামনে, কারণে, সম্মুখে, করে, লেগে, দিয়ে, চেয়ে ইত্যাদি।

  খ. বিভক্তিহীন অনুসর্গ : কিছু অনুসর্গ গঠনের দিক থেকে বিভক্তিহীন। যেমন- অপেক্ষা, অবধি, বরাবর, প্রতি, পর্যন্ত, ব্যতীত ইত্যাদি।

অনুশীলন স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

অনুসর্গ	অর্থ	উদাহরণ
বিনা	ব্যতীত	তুমি বিনা আমার কে আছে? বিনি সুতোয় গাঁথা মালা
বিহনে	ব্যতিরেকে	উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ (পরিশ্রম ব্যতীত কার সংকল্প পূর্ণ হয়?)
সহ	সহগামিতা	তিনি পুত্রসহ উপস্থিত ছিলেন
সহিত	সমসূত্র	শত্রুর সহিত সন্ধি চাই না
সনে	বিরুদ্ধগামিতা	দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে (দংশনে ক্ষত বাজপাখি সাপের বিরুদ্ধে লড়াই করে)
সঙ্গে	তুলনায়	সাকিবের সাথে তোমার খেলার তুলনা চলে না
অবধি	পর্যন্ত	রাত অবধি এখানে অপেক্ষা করব
পরে	স্বল্প বিরতি	এ ঘটনার পরে আর এখানে থাকা চলে না
পর	দীর্ঘ বিরতি	শরতের পরে আসে বসন্ত
পানে	প্রতি, দিকে	শুধু তোমার পানে চাহি বাহির হনু
মতো	ন্যায়	বেকুবের মতো কাজ করো না

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

অনুসর্গ	অর্থ	উদাহরণ
পক্ষে	সক্ষমতা	রাজার পক্ষে সব কিছুই সম্ভব
	সহায়	আসামির পক্ষে উকিল কে?
মাঝে	মধ্যে	সীমার মাঝে অসীম তুমি
	একদেশিক	এ দেশের মাঝে একদিন সব ছিল
	ক্ষণকাল	নিমেষ মাঝেই সব শেষ
মাঝারে	ব্যাপ্তি	আছ তুমি প্রভু, জগৎ মাঝারে
প্রতি	প্রত্যেক	মণপ্রতি একশ টাকা লাভ দিব
	দিকে/ ওপর	নিদারুণ তিনি অতি অতি, নাহি দয়া তব প্রতি
হেতু	নিমিত্ত	কী হেতু এসেছ তুমি, কহ বিস্তারিয়া
জন্য		এ ধন-সম্পদ তোমার জন্য
সহকারে	সঙ্গে	আগ্রহ সহকারে কাজ কর
বশত	কারণ	দুর্ভাগ্যবশত আজ খেলা হয় নি

- প্রতি শব্দটি উপসর্গ ও অনুসর্গ দুটোই হতে পারে। যেমন-

  উপসর্গ : প্রতিরোধ

  অনুসর্গ : তোমার প্রতি আর ভালোবাসা নেই।

প্রশ্ন : অনুসর্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধু রীতিতে অনুসর্গের পূর্ণরূপ ও চলিত রীতিতে সংক্ষিপ্ত রূপ-

ক. হয় খ. কখনো কখনো হয় গ. হয় না ঘ. কখনোই হয় না

ব্যাখ্যা : অনুসর্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধু রীতিতে অনুসর্গের পূর্ণরূপ ও চলিত রীতিতে সংক্ষিপ্তরূপ কখনো কখনো হয়, সর্বদা হয় না। যেমন- পুত্র হইতে পিতৃসুখ আর হইবে না। সাধু রীতির এই বাক্যে অনুসর্গের পূর্ণরূপ ‘হইতে’ ব্যবহৃত হয়েছে।

আবার একই বাক্যের চলিত রূপ ‘পুত্র হতে পিতৃসুখ আর হবে না।”- এখানে অনুসর্গের সংক্ষিপ্তরূপ ‘হতে’ ব্যবহৃত হয়েছে। তবে মাঝে মাঝে সাধু-চলিত উভয় ক্ষেত্রেই অনুসর্গের একই রূপ ব্যবহৃত হয়।

অনুশীলন
স্বপ্ন পূরণের প্রত্যয়

MPBIAN

Thank You